ভোরের কাগজ

তারিখ 11 OCT 199[illegible]
পৃঃ 7 কলাম ৬

ব্যবসায়ী অপহরণ ঘটনা : তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র জড়িত, শাস্তির সুপারিশ

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ী অপহরণ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়েছে। দু একদিনের মধ্যে উপাচার্যের কাছে তা জমা দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মোঃ সাঈদুজ্জামান মহসীনকে ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে মহসীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষপর্ব এবং সূর্যসেন হলের ১৭৪ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র। সে মাদারীপুর সদর থানার কালিকাপুর গ্রামের মোঃ আবদুর রব ফারাজীর পুত্র। মহসীনের সহযোগী হিসেবে অছাত্র বহিরাগত ফারুক, মোতাহের, রুহুল আমিন ও বাচ্চুর নাম পাওয়া গেছে।

এছাড়াও ঘটনার সঙ্গে সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র সমাজবিজ্ঞান তৃতীয়বর্ষের জিয়াউর রহমান অনু এবং সমাজবিজ্ঞান শেষ পর্বের হারুন-অর রশিদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। তবে ঘটনার সঙ্গে এ দুজনের সংশ্লিষ্টতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারা যথাক্রমে সূর্যসেন হলের ৩৬৪ এবং ৩২১ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র।

তদন্ত কমিটি মহসীনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করেছে। কমিটি জিয়াউর রহমান অনু ও হারুন-অর রশিদকে সতর্ক করে চিঠি দেওয়ার সুপারিশ করেছে বলে জানা গেছে।

বহিরাগতদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনে কোনো শাস্তির বিধান না থাকায় তাদের ব্যাপারে শাস্তির সুপারিশ করা হয়নি বলে সূত্র জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ সেপ্টেম্বর মগবাজার থেকে হারুন-অর রশিদ নামে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে সূর্যসেন হলের ১৭৪ নম্বর ও ১৭৬ নম্বর কক্ষে ২দিন আটকে রাখা হয়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর মুক্তিপণ আদায়কালে পুলিশ শাহবাগ মোড় থেকে মহসীন ও ফারুক নামে দুজনকে গ্রেপ্তার এবং অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে।

পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দীনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এ রিপোর্ট তৈরি করেছে বলে জানা গেছে। হল পর্যায়ের কমিটি ইতিমধ্যেই উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে।